

1. পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা যা ভৌত জগতের সবকিছু নিয়েই আলোচনা করে।
2. বিজ্ঞানের সবচেয়ে পুরানো এবং মৌলিক শাখা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান।
3. ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমানু থেকে শুরু করে একবারে পুরো মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সির সবকিছুই আসলে পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।
4. পদার্থের গঠন, প্রকৃতি, গতিবিধি, শক্তি বিশদভাবে এই সবকিছু এবং প্রাকৃতিক ও বস্তুগত ঘটনাগুলো পরস্পর কিভাবে সম্পর্কযুক্ত, কোন সূনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এই ঘটনাগুলো ঘটে এই ব্যাপারগুলো নিয়েই পদার্থবিজ্ঞানীরা কাজ করেন।
5. এভাবে কাজ করতে গিয়ে তাদের আবিষ্কৃত অনেক ধারণা, তত্ত্ব, সূত্র ব্যবহার করে অনেক কিছুই তৈরি করা হয় যা আমাদের প্রতদিনকার জীবনকে সহজ করে তোলে।
6. পদার্থবিজ্ঞানী সহ সকল বিজ্ঞানীরাই কৌতুহলী মানুষ।
7. তারা আমাদের চারপাশের ঘটনাগুলোর দিকে প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকান।
8. তাদের এই কৌতুহলী দৃষ্টিই চারপাশের প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে এবং এর কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে তাদেরকে উৎসাহিত করে তোলে।
9. বেশিরভাগ সময়ই কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে আরো অনেক প্রশ্ন সামনে চলে আসে।
10. আর এই একের পর সামনে চলে আসা প্রশ্নই বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এসব এগিয়ে নিয়ে যায়।
11. অনেক সময় এক দল বিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ ফলাফল অন্য কোনো গবেষণা দলের আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তাদের গবেষণার কাজে লাগে।
12. আবার বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি পণ্য তৈরিতে অবদান রাখে।
13. আর উন্নততর প্রযুক্তি আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করে তোলে।
14. যুগে যুগে, শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে অসংখ্য ছোট-বড় বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে আমাদের আজকের সভ্যতা।
15. বিজ্ঞানের কোনো জাতীয় বা রাজনৈতিক সীমা নেই।
16. বিজ্ঞানের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সকল জাতির সকল মানুষের জন্য।
17. পদার্থবিজ্ঞানের প্রয়োগ প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ থেকে সহজতর করে তুলছে।
18. শুধুমাত্র প্রযুক্তিকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারার জন্য হলেও আমাদের অল্পবিস্তর বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।
19. পদার্থবিজ্ঞান জানা একজন ব্যক্তি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও খুব সহজেই কাজ করতে পারে।
20. অনেকেরই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশুনার প্রতি একধরনের মোহ আছে।
21. ইঞ্জিনিয়ার হলে চাকরি পেতে সুবিধা হয়, এটাই হয়ত এই মোহের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ।
22. কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা আসলে পদার্থবিজ্ঞানকেই কৌশলে ব্যবহার করেন, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করেন।
23. পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রকৃতির নিয়মগুলো বের করেন আর ইঞ্জিনিয়াররা সেই জ্ঞান ব্যবহার করে আমাদের জীবন সহজ করেন।
24. কাজেই পদার্থবিজ্ঞানীদের কাজটাই কিন্তু আগে।
25. পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা
26. বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞান অনেক অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত এবং দিন দিন এই শাখা-প্রশাখা বাড়ছে।
27. অথচ এক বা দুই শতাব্দীকাল আগেও বিজ্ঞানের এত শাখা-প্রশাখা ছিল না।
28. ঐ সময়টাতে বিজ্ঞানের সাথে শিল্প-সাহিত্যের মত বিষয় একত্রে ছিল।
29. ফলে পদার্থবিদ্যার উন্নতির প্রভাব এর সাথে জড়িত অন্য শাখাগুলোতেও পড়েছিল।
30. এরপর বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে।
31. এর বিস্তৃতি বেড়েছে।
32. এই ব্যাপকতার কারণেই বিজ্ঞানের আলোচনা, গবেষণা, পড়াশোনা এখন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ইত্যাদি শাখায় বিভক্ত।
33. আর এই প্রতিটি শাখাই আবার অনেক উপশাখায় বিভক্ত।
34. পদার্থবিজ্ঞানেও এমন বিস্তৃত অনেক শাখা আছে।
35. স্কুলের শিক্ষার্থীরা হয়ত এখনই উচু পর্যায়ের পদার্থবিজ্ঞানের শাখাগুলোর আলোচনার বিষয় ভালভাবে বুঝতে পারবে না।
36. প্রাথমিকভাবে স্কুল-কলেজ পর্যায়ের আমরা যেটুকু ফিজিক্স পড়ব সেটাকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারিঃ বলবিদ্যা(Mechanics),

- তাপবিজ্ঞান(Thermodynamics), তরংগ ও শব্দ(Wave and Sound), আলো(Light), তড়িৎ ও চৌম্বক (Electricity and Magnetism), আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও ইলেক্ট্রনিক্স (Modern Physics and Electronics)।
37. নাম শুনেই মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে এই আলাদা আলাদা ভাগে আমরা আসলে কি কি পড়ব।
 38. পড়তে গেলেই আমরা বিস্তারিত ভাবে জানব আমরা আসলে কোন অংশে কি পড়ছি।
 39. এই লেখাতে পদার্থবিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা বোঝানোর জন্য একজন স্কুলের বা কলেজের শিক্ষার্থী তার বইতে পদার্থবিজ্ঞানের যে বিষয়গুলো পড়ে সেগুলোকেই আমরা বিভিন্নভাগে ভাগ করতে পারি।
 40. এখানে আমরা মূলত তোমাদের মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক বই অনুসারে বিভাজন করেছি।
 41. চাইলে তোমরা তোমাদের বইয়ের সাথে মিলিয়ে নিতে পার।
 42. প্রত্যহ জীবনের ব্যবহারী নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলার অভ্যেস আমার ছোটবেলা থেকেই ছিলো, আজও আছে।
 43. ক্লাস ফোর থেকে ফাইভে যখন উঠলাম, পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে বাবা একটা লাল রঙ্গের জ্যাকেট কিনে দিয়েছিলেন।
 44. সেই জ্যাকেট আমার ছেলেবেলার সেই সময়টা কে হুমায়ুন আজাদের কবিতার মতো লাল করে তুলেছিলো।
 45. কতদিন আমি সেই লাল জ্যাকেট বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছি তার কোন ইয়াত্তা নেই।
 46. অথচ মাস দুয়েক যাওয়ার আগেই নদীর ওপারে পানের বরজে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে তাকে হারিয়ে ফেললাম মনের ভুলে।
 47. সেই শুরু, এরপর কত কি হারালাম, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে হারানোর তালিকা শুধু লম্বা করতে থাকলাম।
 48. হারানোর সেই ধারাবাহিকতায় কৈশোর পেরোনোর আগেই একদিন বাবাকে ও হারিয়ে ফেললাম।
 49. স্থির আমি ছিলাম না কিছুতেই, এমনকি স্থির ছিলো না আমার বেড়ে উঠার সময়টা।
 50. স্কুল পরীক্ষা পাশ দেওয়ার আগেই এক ডজন স্কুলের আঙ্গিনায় নিয়ে গেছি নিজেকে।
 51. শহরের জীবন অচেনা ছিলো আমার, থেকেছি প্রত্যন্ত গ্রামে, রাজশাহীর তানো-বাঘমারা-দুর্গাপুর, চাঁদপুরের হাইমচর, সিলেটের হবিগঞ্জ-নবিগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায়।
 52. আমার বেড়ে উঠা তাই প্রসারিত সুবজের মাঝে, দু-কূল ছেপে যাওয়ার নদীতে সাঁতার কেটে, উখাল-পাতাল বৃষ্টি আর কাল্বেশাখীর ঝড়ো হাওয়াতে।
 53. রাজশাহীর তানোরে প্রায় ভেঙ্গে পড়া টিনের ঘরের স্কুলে আমি আমার প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম তার চেয়ে ও ভেঙ্গে পড়া হরিদাস নামক একজন মুন্স জাদুকরের কাছে।
 54. যিনি আমায় বলেছিলেন একটু মনোযোগ দিলে তুই অনেক দূর যাবি পাগলা..!
 55. আমার বেশিদূর যাওয়া হয়নি, তার আগেই এক কাল্বেশাখে সেই স্কুল উড়ে গিয়ে পড়েছিলো পাশের ধানক্ষেতে।
 56. আর সেই সবুজ ধানক্ষেতেই প্রিয় হরিদাস স্যার আমার ভবিষ্যতকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে গেছেন চিরতরে।
 57. রাজশাহী কিংবা সিলেট থেকে বছরে একবার আসতাম নিজের জেলায়, নিজের গ্রামে।
 58. এসেই জলে লম্ফ, রোদে দৌড় আর গোলাঘাট।
 59. বছরের শেষের সময় সেটা।
 60. সাত সকালেই শীত আর কুয়াশার দীর্ঘ প্রাচীর ভেঙ্গে দাদার সাথে চলে যেতাম খেজুর গাছ থেকে রস নামাতে।
 61. সেই খেজুরের রসের গন্ধে ভরে উঠতো প্রতিটি সকাল-দুপুর আর রাত।
 62. সূর্য ঘরের চৌকাঠে পৌছাবার আগেই প্রতিদিন মৃড়ির মোয়া নিয়ে চলে আসতো জীবনের প্রথম দেখা বাঁশিওয়ালা মধ্যবয়স্ক লোকটা।
 63. যার বাঁশি শুনে মোয়া ব্যবসায়ী হবো বলে মনস্থির করে ফেলেছিলাম ছেলেবেলায়।
 64. তার অঙ্কিত সেই বাঁশির সুর আজো আমি ঘুমের ভেতর শুনতে পাই, সুমনে গানের ভেতর দিয়ে মানুষটিকে আজো দেখতে পাই স্মৃতির ঝাপসা হয়ে যাওয়া আয়নায।
 65. শীতের নানান পিঠা-রস-নারিকেল-পায়েস আর কুয়াশার আদরে সেই একটি মাস স্বপ্নের মতো কিংবা স্বপ্নের চেয়েও রঙিন হয়ে উঠতো আমরা।
 66. অথচ একযুগ পার হতেই সবগুলো সকাল হয়ে উঠেছে এখন রঙহীন, বণহীন আর গন্ধহীন।
 67. নানান জায়গায় থাকার কারণে ছোটবেলার কোন বন্ধু দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি।

68. যাদের সাথে প্রথম স্কুলে গিয়েছি, যাদের সাথে খেলে বড় হয়েছি, যাযাবর জীবনের জন্যে তাদের কারো খোঁজ আজ আমার জানা নেই।

69. সেই যুগে ছিলো না ফোন-ফেসবুক, তাই টুকে রাখা হয়নি কিছুই।

70. তাদের খুঁজে পাওয়া হয়তো হবে না একজীবনে, না হোক।

71. তারা নাইবা জানুক আমার শৈশব মানেই বাবু-মিস্ট্রি-সুজন-সেতু, আমার কৈশোর মানেই জাহাঙ্গীর-শিমুল-রাসেল-সোহাগ-শাহীন সহ তাদের মতো আরো কত প্রিয় নাম।

72. তারেক মাসুদ

73. তারেক মাসুদ (ইংরেজি: Tareque Masud, পুরোনাম: আবু তারেক মাসুদ) (জন্ম: ১৯৫৭ সালের ৬ ডিসেম্বর, মৃত্যু: ১৩ আগস্ট ২০১১) ছিলেন একজন বাংলাদেশী চলচ্চিত্র পরিচালক।

74. তাঁর মুক্তির গান ও মাটির ময়না সহ অনেক ছবি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে।

75. জন্ম ও শিক্ষা

76. ১৯৫৭ সালে ফরিদপুরের ভাঙ্গা নূরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

77. মায়ের নাম নুরুন নাহার মাসুদ ও বাবার নাম মশিউর রহমান মাসুদ।

78. ভাঙ্গা ঈদগা মাদ্রাসায় প্রথম পড়াশোনা শুরু করেন।

79. পরবর্তীতে ঢাকার লালবাগের একটি মাদ্রাসা থেকে মৌলানা পাস করেন।

80. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার মাদ্রাসা শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে।

81. যুদ্ধের পর তিনি সাধারণ শিক্ষার জগতে প্রবেশ করেন।

82. ফরিদপুরের ভাঙ্গা পাইলট উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করেন।

83. তিনি আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে ছয় মাস পড়াশোনার পর বদলি হয়ে নটর ডেম কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে এইচএসসি পাস করেন।

84. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন।

85. চলচ্চিত্র জীবন

86. বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছেন এবং দেশ-বিদেশে চলচ্চিত্র বিষয়ক অসংখ্য কর্মশালা এবং কোর্সে অংশ নিয়েছিলেন।

87. ১৯৮২ সালের শেষ দিকে তিনি জীবনের প্রথম ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন।

88. ১৯৮৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ডকুমেন্টারিটি ছিল প্রখ্যাত বাংলাদেশী শিল্পী এস এম সুলতানের জীবনের উপর।

89. এরপর থেকে তিনি বেশ কিছু ডকুমেন্টারি, এনিমেশন এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

90. ২০০২ সালে তার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মাটির ময়না মুক্তি পায়।

91. এই চলচ্চিত্রটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় এবং দেশ-বিদেশে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

92. বাংলাদেশের বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সংগঠন শর্ট ফিল্ম ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি।

93. ১৯৮৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছেন।

94. এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেয়ার পাশাপাশি কয়েকটি সাময়িকী ও পত্রিকায় চলচ্চিত্র বিষয়ে লেখালেখি করতেন।

95. পরিবার

96. তারেক মাসুদের স্ত্রী ক্যাথরিন মাসুদ একজন মার্কিন নাগরিক।

97. ক্যাথরিন এবং তারেক মিলে ঢাকায় একটি চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন যার নাম অডিওভিশন।

98. চলচ্চিত্র নির্মাণ ছাড়া তারেক মাসুদের আগ্রহের বিষয় ছিল লোকসঙ্গীত এবং লোকজ ধারা।

99. এই দম্পতির 'বিংহাম পুত্রা মাসুদ নিশাদ' নামে এক ছেলে আছে।

100. তারেক মাসুদের খালাতো ভাই নজরুলগীতি শিল্পী খায়রুল আনাম শাকিল।

101. তারেক মাসুদের চাচাত বোন তাহমিনা রাব্বানি শাম্মি ও ছোটো ভাই হুস্টন নাহিদ মাসুদ।

102. মৃত্যু

103. কাগজের ফুল' নামক চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের লোকেশন নির্বাচন শেষে দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

104. পথে ঘিওরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাসের সঙ্গে মাইক্রোবাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

105. এতে ঘটনাস্থলেই তারেক মাসুদ সহ ৫ জনের মৃত্যু হয়।

106. ১১. প্রভা (কাল : ৫০ খৃষ্টপূর্ব)

107. সাক্ষ্যে কখনও কোনো রাজার রাজধানীতে পরিণত হয়নি।

108. বুদ্ধের সমসাময়িক কৌশল-রাজ প্রসেনজিতের একটি রাজপ্রাসাদ এখানে ছিল, কিন্তু রাজধানী ছিল ছয় যোজন দূরে অবস্থিত শ্রাবস্তীতে (সহেট-মহেট)।

109. প্রসেনজিতের জামাতা অজাতশত্রু কৌশলের স্বাধীনতা হরণ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবস্তীরও সৌভাগ্য বিলুপ্ত হল।

110. অতীতে সরযুতটে অবস্থিত সাক্ষ্যে পূর্ব (প্রাচী) থেকে উত্তরের (পাঞ্জাব) যোগাযোগ পথে অবস্থিত থাকায় শুধু জলপথের বাণিজ্যের জন্যই নয়, স্থলপথের বাণিজ্যেরও এক বড় কেন্দ্র ছিল।

111. বহুদিন পর্যন্ত তার এই অবস্থা আঁট ছিল।

112. বিষ্ণুগুপ্ত চাগকোর শিষ্য মৌর্য মন্ত্র রাজ্যকে প্রথমে তক্ষশিলা পর্যন্ত, পরে যবনরাজ সেলুকাসকে পরাজিত করে হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে পশ্চিমে হিরাত এবং আমুদরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল।

113. চন্দ্রগুপ্ত ও তার মৌর্যবংশের শাসনেও সাক্ষ্যে বাণিজ্য কেন্দ্রের বেশী কিছু ছিল না।

114. মৌর্যবংশ-ধ্বংসকারী সেনাপতি পুষ্যমিত্র প্রথমে সাক্ষ্যে রাজধানীর মর্যাদা দিয়েছিল, কিন্তু তাও সম্ভবত পাটলীপুত্রের প্রাধান্যকে ক্ষুণ্ণ করে নয়।

115. পুষ্যমিত্র অথবা তার গুপ্তবংশের শাসনকালে বাণ্যিক যখন রামায়ণ রচনা করেন, তখন অযোধ্যার নাম প্রচারিত হল।

116. এইভাবেই সাক্ষ্যে অযোধ্যা বলে পরিচিত হয়।

117. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অশ্বঘোষ বাণ্যিকির কাব্যের রসাম্বদন করেছিলেন।

118. কালিদাস যেমন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আশ্রিত কবি ছিলেন, তেমনি বাণ্যিকিও যদি কখনও গুপ্তবংশের আশ্রিত কবি ছিলেন, তেমনি বাণ্যিকিও যদি কখনও গুপ্তবংশের আশ্রিত কবি থেকে থাকেন অথবা কালিদাস যেমন চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এবং কুমারগুপ্ত এই দুই পিতা-পুত্রকে তাঁর 'রঘুবংশ' -এ রঘু এবং 'কুমারসম্ভব' -এ কুমার রূপে চিত্রিত করেছেন, তেমনি বাণ্যিকি যদি গুপ্তবংশের রাজধানীর মহিমাতে উন্নীত করবার জন্যই বৌদ্ধ জাতকের দশরথের রাজধানীকে বারাগসী থেকে সরিয়ে সাক্ষ্যে বা অযোধ্যায় এনে থাকে এবং গুপ্তসম্রাট পুষ্যমিত্র বা অগ্নিমিত্রকেই রামরূপে মহিমায়িত করে থাকেন—তবে বিস্ময়ের কিছু নেই।

119. সেনাপতি পুষ্যমিত্র আপন প্রভুকে হত্যা করে সমগ্র মৌর্য সাম্রাজ্যকে অধিকার করতে সমর্থ হয়নি।

120. সারা পাঞ্জাব যবনরাজ মিনান্দরের দখলে চলে গেল; এবং পুষ্যমিত্রের পুরোহিত ব্রাহ্মণ পতঞ্জলি-পুষ্যমিত্রের সময়ে এই নগরের নাম সাক্ষ্যেই ছিল—অযোধ্যা নয়।

121. পুষ্যমিত্র, পতঞ্জলি এবং মিনান্দরের সময় থেকে আমরা আরও দুশ' বছর পিছিয়ে আসছি।

122. এই সময়েও সাক্ষ্যে বড় বড় শ্রেষ্ঠী বসবাস করত।

123. লক্ষ্মীর বসতি ফলে সরস্বতীরও অগ্নিবিস্তার আগমন হতে লাগল এবং ধর্ম ও ব্রাহ্মণেরা স্বভাবতঃই এসে পড়ল।

124. এইসব ব্রাহ্মণদের মধ্যে ধন-বিদ্যা সম্পন্ন একটি কুল ছিল।

125. এই কুলধিপতির নাম মুছে গিয়েছে কালের প্রবাহে, কিন্তু কুলধিপতীর নাম অমর করে রেখেছে তার পুত্র।

126. এই ব্রাহ্মণীর নাম সুবর্ণাক্ষী, তার চোখ ছিল সোনার মতো কাঁচাহলুদ রঙ-এর।

127. তৎকালে কাঁচাহলুদ রঙ বা নীল রঙ-এর চোখ সারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় জাতের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যেত।

128. কাঁচাহলুদ রঙ-এর চোখ থাকা কোন দোষের ছিল না।

129. ব্রাহ্মণী সুবর্ণাক্ষীর এক পুত্র তার মতোই সুবর্ণনেত্র এবং পিঙ্গল কেশধারী ছিল।

130. তার গায়ের রঙ ছিল মায়ের মতোই সুগৌরব।